আপনজনের ভালবাসা

আমাদের আপনজন কে? আপনজনের পরিসরটা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে— বাবা-মা আর সহোদর ভাই-বোন। চাচা-চাচী, জেঠা-জেঠী এবং চাচাত ভাইবোনদের আমরা ‘আত্মীয়’ হিসেবে দেখি, আপনজনের তালিকায় ঠাঁই দিই না। এমনকি দাদা-দাদীর কাছ থেকেও দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা, অর্থাৎ বাবা-মায়ের ছেলে মেয়েরা যে বাড়িতে বাস করছি, সেই বাড়িতেই এক দিন ফুফি/পিসিমারা ছিলেন, বাড়ির ইট-কাঠের গায়ে তাঁদের স্পর্শ লেগে আছে। আমরা তা জানিই না। তাঁদের আমরা দূর-সম্পর্কিত আত্মীয় হিসেবে জানি।

বিয়ের পর মেয়েদের যখন নিজের সংসার হয়ে যায়, তখন স্বামী, সন্তান নিয়ে তার আপনজনের গণ্ডি তৈরি হয়ে যায়। স্বামীর পরিবারের বাকি সদস্যরা আপনজনের তালিকায় ঠাঁই পায় না। ভাই-বোনের মধ্যেও দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় অনেক সময়। তবে মেয়েরা বেশির ভাগই বাবা-মাকে আপনজনের তালিকায় ঠাঁই দেয়। ছেলেরা বিয়ের পর সংসারী হলে বাবা-মায়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে ক্রমশ। সন্তানদের কর্মসূত্রেও বাবা-মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের এখন পড়াশোনার চাপ বেশি। তার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা,নাচ-গান, খেলাধুলো ইত্যাদি অনেক বিষয় আয়ত্ব করতে হয়। তাই ঈদের সময় বা অন্যান্য বড় কোন ছুটির ক’দিন এই চাপ থেকে অব্যাহতি দিতে বাবা-মা ছেলেমেয়েদেরকে দাদা-দাদীর কাছে নয়, চাচা-চাচী বা ফুফা-ফুফির কাছে নয়, পাহাড় কিংবা সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যায়। আসলে এটাই আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। আজকাল টিভি সিরিয়ালগুলোতে একান্নবর্তী পরিবার দেখাচ্ছে। চলচ্চিত্র শিক্ষার মাধ্যম বলে জেনেছি। পাঠ্যপুস্তকে বড় পরিবার সম্পর্কে পড়েছি। এধরণের পরিবারের যে কত সুখ তা ভাবাই যায় না। আমরা কি পারিনা আমাদের সমাজে আবার আপনজনের পরিসরটা বড় করে দিতে? পারে কি না।